১। মুশফিক গত বছর তার বন্ধুদের সাথে সন্দরবন বেড়াতে গিয়েছিল। বন্ধুদের মধ্যে সোহান একটা বন মোরগকে দেখে ঢিল ছড়লে বন মোরগটি আহত হয়। সোহান রান্না করে খেতে চেয়েছিল। মুশফিক রাজি হয়নি। সে অন্য বন্ধুদের সাহায্যে বন মোরগটিকে সুস্থ করার পরিকল্পনা করে। সোহানকে সে বলেছিল, পাখি শিকার পরিবেশের জন্য ক্ষতি কর।

(ক) কাকে 'দিম্মা' বলা হয়েছে? ১

(খ) কুমু কেন পাখিটিকে বাঁচাতে চেয়েছে? ২

(গ) উদ্দীপকের মশফিকের সাথে গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'পাখি শিকার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর' উক্তিটি উদ্দীপক ও 'পাখি' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) কুমুর দিদিমাকে 'দিম্মা' বলা হয়েছে।

(খ) পাখিটির প্রতি সহানুভূতি থেকে কুম পাখিটাকে বাঁচাতে চেয়েছে। শিকারীদের বন্দুকের গুলির আঘাতে একটা বুনো হাঁস আহত হয়। কুমু পাখিটির কষ্ট দেখে নিজেও কষ্ট পায়। পরে পাখিটিকে বাঁচাতে চেষ্টা করে লাটুর সহযোগিতা নিয়ে। পাখিটির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল বলেই কুমু তাকে বাঁচাতে চেয়েছে।

(গ) উদ্দীপকের মুশফিকের সাথে গল্পের কুমু চরিত্রের সাদৃশ্য আছে। লীলা মজুমদার রচিত 'পাখি' কিশোর উপযোগী গল্প। গল্পে শিকারীরবন্দুকের গুলির আঘাতে আহত বুনো হাঁসটিকে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলে কুমু ও তার সমবয়সী লাটু। কুমু পাখির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল তাই নিজের দায়িত্বকে কাজে লাগাতে পেরেছে। লাটুর শিকারির মতো মন-মানসিকতা ছিল প্রথমে, পরে সে নিজেই কুমুকে সাহায্য করে। কুমুর প্রভাবে লাটু প্রভাবান্বিত হয়েছিল।

উদ্দীপকে শুশফিক বন্ধুদের সাথে সুন্দরবন গিয়েছিল। বন্ধুদের মধ্যে সোহান ঢিল ছুড়ে বন মোগড়কে আহত করে। সে রান্না করতে চেয়েছিল বন মেরারগটিকে কিন্তু মুশফিক অন্যদের সহযোগিতায় পাখিটিকে সুস্থ করার পরিকল্পনা করে। উদ্দীপকের মুশফিকের সাথে গল্পের কুমুর সাদৃশ্র এখানেই তারা দুজই পাকির প্রাতি সহানুভূতিশীল ছিল।

(ঘ) 'পাখি শিকার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর'-উক্তিটি যথার্থ।

লীলা মজুমদার রচিত 'পাখি' গল্পটি পাখির প্রতি মানুষের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। শিকারির গুলির আঘাতে আহত বুনো হাঁসটি কষ্ট পাচ্ছিল। কুমু এ দৃশ্য থেকে ব্যথিত হয়।লাটুর সহযোগিতায় সে পাখিটিকে সস্থ করে তোলে। মূলত পাখি হলো পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার একটি উপাদান, তাই পাখি শিকারে পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয়।

উদ্দীপকে মুশফিক সুন্দরবনের বন্ধনের সাথে বেড়াতে গেলে সেখানে সোহান নামে তারই একবন্ধু ঢিল ছুড়ে আহত করে একটি বন মোরগেকে। সে বন মোরগাটিকে রান্না করে খেতে চায়। তার এ মানসিকতাকে মুশফিক সমর্থন করেনি, তাই অন্যদের সাহযোহিতায় পাখিটিকে সুস্থ করতে চায়। সোহানের মধ্যে পাখি শিকারের প্রবণতা ছিল। এটি পরিবেশেরে জন্য ক্ষতিকর ছিল।

গল্পে কুমু বুনো হাঁসটির প্রতি সহানভূতিশীল হয়ে তার দায়িত্ব পালন করে পরিবেশের জন্য পাখির দরকার আছে সে বুঝতে পেরেছিল।উদ্দীপকেও মুশফিক একইভাবে পাখি শিকারের বিরোধী ছিল। সুতরাং পাখি শিকার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর উক্তিটি যাথার্থ।

২। মোহন এক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বাম পা হারায়। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। একদিন ঝড়ে আহত হওয়া একটি শালিক পাখির বাম পা মুচড়ে যাওয়া দেখে মোহন কষ্ট পায়। চিকিৎসকের পরামর্শে নকল পা ব্যবহার করলেও তার অতৃপ্তি ছিল। শালিকটির পা ভালো করার জন্য অনেক পরিশ্রম করে সে। এর মধ্যে মোহন নিজের পা হারবার ব্যথা ভুলতে চায়।

(ক) 'পাখি গল্পটি লীলা মজুমদারের কোন গল্প-সংকলনের অন্তর্গত? ১

(খ) "অমন সুন্দর পাখিও মারতে ইচ্ছা করে!" কুমুর এ কথার অর্থ কী? ২

(গ) উদ্দীপকে মোহন যে বাস্তবতায় পাখির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছে তার সাথে গল্পের কুমুর সাদুশ্য নির্ণয় কর। ৩

(ঘ) 'উদ্দীপকের বাইরের গল্পে কুমুর অন্যান্য দায়িত্ববোধ ছিল'- উক্তিটির যাথার্থতা আলোচনা কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

(ক) 'পাখি' গল্পটি লীলামজমদারের 'চিরকালেরর সরা' গল্প-সংকলনের অন্তর্গত।

(খ) অমন সুন্দর পাখিও মারতে ইচ্ছা করে!"-কুমুর এ কথার অর্থ পাখি শিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। গল্পে শিকারির গুলির আঘাতে একটি বুনো হাঁস আহত হয়েছিল। তাকে দেখে লাটু বলেছিল আমার যদি একটা এয়ারগান থাকত। লাটুর এ কথার প্রতিবাদে কুমু প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে। সে চায় না পাখি শিকার হোক।

(গ) উদ্দীপকে মোহন যে বস্তববতায় পাখির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছে তার সাথে গল্পের কুমুর নিজের অসুস্থতাজনিত কারণের সাদৃশ্য আছে। 'পাখি' কুমুর ডান পা মাটি থেকে এক বিঘত ওঠে তার বেশি ওঠে না। কুমুকে খুঁড়িয়ে চলতে হয়। একদিন একটি বুনো হাঁসকে আহত অবস্তায় পেয়ে তার সেবা করার সয়য় কুমু নিজের পায়েরষ্টা ব্যস্তবতা থেকেই পাখিটির মধ্যে নিজেকে খঁজে পেয়েছে। উদ্দীপকে

মোহন দুর্ঘটনায় পা হারাবার পর চিকিৎসকের পরাশর্শে নকল পা ব্যবহার করে। ঝড়ে আহত একটি শালিকের পা মুচড়ে গেলে তার সেবা কারার সময় মোহন নিজের পা হারবার কষ্ট বোধ করে। প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি। মোহন মূলত গল্পের কুমুর মতো পাখিরর ব্যথায় নিজে ব্যথিত হয়েছে নিজেরর বস্তবতায়। উদ্দীপক ও গল্পের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য এভাই এসেছে।

(ঘ) উদ্দীপকের বাইরের গল্পের কুমুর অন্যান্য দায়িত্ববোধ ছিল। উক্তিটি যথার্থ

'পাখি' গল্পে শিকারির গুলিতে আহত হয় একটি বুনো হাঁস। পাখিটিকে সস্থ করে তুলতে পরিশ্রম করে কুমু ও লাটু কুমু চিন্তাভাবনাা করেছে পাখিটিকে কোথয় কীভাবে রাখলে সুস্থ থাকবেল। পাখিটি সস্থ হলে তাকে উড়িড়য়ে দেওয়া হয়।

উদ্দীপককে মোহন দুর্ঘটনায় তার বাম পা হারারয়। চিকিৎসকের পরামর্শে নকল পা ব্যবহার করে। একদিন ঝড়ে আহত হয়ে পাড় মচড়ে যাওয়া একেটি শালিককে দেখে। শালকটির পা সুস্থ করতে চষ্টো করে সে একটি নিজের পা হারবার কষ্ অনুভব করে এর বাইরে মোহনের আর কোনোতৎপরতা ই।